লেখক শিকদার আবদুস সালাম

বাংলাদেশের জাদু ও জাদুশিল্পী
একটি তথ্যবহুল অসাধারণ বই ও কিছু কথা

এম, এ, জলিল (জাদুশিল্পী)ঃ বিশ্বের চোখে বাংলাদেশ, ভারত অর্থাৎ এই অঞ্চলটি হচ্ছে জাদুবিদ্যার আদি পীঠস্থান। বাংলার জাদুশিল্পীরা যুগে যুগে চমকপ্রদ জাদু প্রদর্শন করে বিশ্ববাসীকে তাঁক লাগিয়েছেন, অর্জন করেছেন অফুরন্ত প্রশংসা ও সুখ্যাতি, যে বাংলার জাদু এত সমৃদ্ধ, যে বাংলার জাদুশিল্পীরা এত দক্ষ ও সুনাম অর্জনকারী, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় তাঁদের জীবনী নিয়ে ইতিপূর্বে রচিত হয়নি তেমন কোন বই। আর তাই বিশ্ববাসীকে তাক লাগনো অনেক জাদুশিল্পীর জীবন কাহিনী আমাদের কাছে অজানা ছিল এতদিন। অবশেষে বিশিষ্ট লেখক ও দক্ষ জাদুশিল্পী জনাব শিকদার আবদুস সালাম বাংলাদেশের বিশিষ্ট ৫২ জন জাদুশিল্পীর জীবনী নিয়ে রচনা করলেন এক অসাধারণ তথ্যবহুল বই "বাংলাদেশের জাদু ও জাদুশিল্পী"। জনাব সালাম লেখা-লেখিতে নতুন নন। কর্মজীবনে বাংলাদেশ পুলিশের একজন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি ইতিপূর্বে ১২টি বই লিখেছেন, যা পাঠক কর্তৃক সমাদৃত হয়েছে।

"বাংলাদেশের জাদু ও জাদুশিল্পী" বইখানির মোড়ক উন্মোচন করা হয় গত একুশে বই মেলায়। মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বহু জাদুশিল্পীসহ অসংখ্য গুণীজন উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বনন্দিত জাদুশিল্পী জুয়েল আইচের অনুপস্থিতির কারণে বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন সজ্জন জাদুশিল্পী উলফাৎ কবীর। উপস্থিত সকলে বইটির ভূয়ষী প্রশংসা করেন।

টেফিফোনে আলাপকালে জনাব শিকদার আবদুস সালাম বইটির রিভিউ লিখতে আমাকে অনুরোধ করেন। আমি কোন প্রতিষ্ঠিত লেখক বা সমালোচক নই। তাছাড়া যেহেতু এই বইটিতে আমার নিজের জীবনীও রয়েছে সেহেতু এটা আমার জন্য একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু একজন লেখকের একটি অসাধারণ বই সম্পর্কে আমরা কেউ কিছু লিখবো না এটাওতো মেনে নেওয়া যায় না। তাই রিভিউ নয়, আমি আমার সাধ্যমত নিরপেক্ষ ভাবে বইটি সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

এক কথায় "বাংলাদেশের জাদু ও জাদুশিল্পী" একটি অসাধারণ বই। পাঁচশত ছত্রিশ পৃষ্ঠার এই বইটি ছাপা হয়েছে উন্নতমানের কাগজে। চমৎকার বাইন্ডিং, মাল্টিকালার প্রচ্ছদে ছাপা এই বইটির প্রকাশক সাঈদ আখন্দ, জলসিঁড়ি প্রকাশনী। প্রথম প্রকাশ– মাস ১৪১৭ সাল বাংলা ২১শে বইমেলা-২০১১ইং। বইটিতে নয় জন প্রয়াত ও তেতাল্লিশ জন জীবিত জাদুশিল্পীর জীবনী স্থান পেয়েছে। বায়ান্ন জন কেন? এ প্রসঙ্গে জনাব সালাম বইটির ভূমিকায় চমৎকার ও যুক্তিসঙ্গত ব্যখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যেহেতু বইখানি বাংলা ভাষায় সেহেতু আমাদের ভুলে গেলে চলবেনা যে, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা বুকের তপ্তরক্ত ঢেলে দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করেছিল ৫২ সালেই। বছর যায় বছর আসে তাও ৫২ সপ্তাহের মধ্যেই ঘুরপাক খায়। জাদুবিদ্যার সাথে তাসের সম্পর্ক অনস্বীকার্য তাও কিন্তু বায়ান্ন খানায় সীমাবদ্ধ, চমৎকার ব্যাখ্যা।

একটি বইতে ৫২ জন জাদুশিল্পীর জীবনী সন্নিবেশিত করার লক্ষ্যে তথ্য উপাত্য সংগ্রহ করা যে কত কষ্টের তা অনুমেয়। লেখক এই বায়ান্ন জন জাদুশিল্পীর জীবনী লিখতে গিয়ে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে শব্দের ব্যবহার করেছেন যাতে রয়েছে রসবোধ। ফলে বায়ান্ন জন জাদুশিল্পীর জীবনী পড়ার জন্য পাঠক আর্কষিত হবেন।

প্রত্যেকের জীবনী প্রথম পৃষ্ঠায় একটি করে তাসের ছবি এবং তাসের ভিতরে জাদুশিল্পীর ছবি দিয়ে চমৎকার এক শৈল্পিক মনের পরিচয় দিয়েছেন। উদারমনা এই লেখক প্রত্যেক জাদুশিল্পকে একটি করে যুক্তিসঙ্গত উপাধি দিয়েছেন; যার সাথে যে উপাধি মানানসই। উদাহরণ স্বরূপ জাদুসম্রাট পি.সি. সরকার, জাদুগুরু জাদুগীর আলাদেন, বিশ্বনন্দিত জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ, যশবন্ত জাদুশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ। প্রত্যেকের জীবনীকে তথ্য-উপাত্য দিয়ে এমনভাবে সমৃদ্ধ করেছেন যা কেবল মাত্র জাদুশিল্পী নয় সাধারণ পাঠকদের কাছেও আদৃত হবে নিঃসন্দেহে। প্রত্যেক জাদুশিল্পীর জীবনীতে স্থান পেয়েছে এক পৃষ্ঠায় একটি বড় ছবি ও অন্যপৃষ্ঠায় একাধিক পারফরমেন্সের ছবি। প্রত্যেকের জীবনী পাঠে পাঠক সমাজ জানতে পারবেন তাদের পারিবারিক জীবন, জানতে পারবেন, এই শিল্পে সাফল্য লাভের জন্য কতটা পরিশ্রম করেছেন কিংবা ব্যর্থতায় পর্যবশিত হবারই বা কি কারণ। এক কথায় প্রত্যেকের জীবনীতে রয়েছে অনেক অজানা তথ্য। উদাহরণ স্বরূপ পাঠক সমাজ কজনই বা জানতো জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের জাদুকরী জীবন সম্পর্কে। প্রায় প্রত্যেকের জীবনীর এক পর্যায়ে একটি প্রিয় ম্যাজিকের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঐ ম্যাজিকটির পাশাপাশি বিশ্বের একজন বিখ্যাত ম্যাজিসিয়ানের ম্যাজিকের বর্ণনা দিয়ে বিষয়টিকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।

নিম্নলিখিত কিছু বিষয় বইটিতে সংযোজন এবং কিছু কিছু বিষয় বাদ দিতে পারলে বইটি আরো বেশী সমৃদ্ধ ও সমালোচনার বাইরে থাকতে পারতো বলে আমার বিশ্বাস। বিশেষ করে জাদুবিদ্যার ঊষালগ্ন থেকে যারা এই বিদ্যার সঙ্গে অঙ্গাংগীভাবে জড়িত তারা হলেন যাযাবর বেঁদে সম্প্রদায়। জাদুই তাদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম পেশা। বেঁদেদের গুটি বাটির জাদুটি আজ পৃথিবী বিখ্যাত এবং অতি প্রাচীন একটি জাদু বলে স্বীকৃত। যেহেতু বইটির নাম “বাংলাদেশের জাদু ও জাদুশিল্পী” সেহেতু বইটিতে লেখক তার ভূমিকায় বেদেদের সম্পর্কে কিছু লিখলে তাদের প্রতি সম্মান জানানো হতো।

ভূমিকায় “বাংলাদেশের জাদু ও জাদুশিল্পী” বইটির রচনা করতে গিয়ে লেখক যে সকল পুস্তকের সহযোগিতা নিয়েছেন, তার উল্লেখ করেছেন- যা প্রশংসার দাবীদার। অনেকগুলি পুস্তকের মধ্যে শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত “জাদুরঙ্গ রঙ্গজাদু” একটি, এক্ষেত্রে শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায় নাম বাদ পরার বিষয়টি আমার বোধগম্য নয়। শুধু বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায় নামটি উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রন্থটি প্রণয়ন ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা তাঁকে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সম্পর্কে লেখক গ্রন্থটির ভূমিকায় যা লিখেন তা পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো -

> গ্রন্থটি প্রণয়ন ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা আমাকে নিষ্ঠার সঙ্গে সহায়তা দান করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম আমি উচ্চারণ করতে চাই তিনি আমার সহধর্মিনী শাহিদা সালাম শিল্পী। তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি আমার সঙ্গে ঘুরেছেন দেশের প্রায় প্রতিটি জেলায়। প্রণয়নের সময় তার এ সহযোগিতার কথা যদি নাই-বা বলি, কিন্তু প্রকাশনার সময় তিনি পাঁচভরি স্বর্ণালংকার বিক্রি করে গ্রন্থখানি প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছেন, সেই ঋণ যে

অপরিশোধনীয়। এছাড়া বিশ্বনন্দিত জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ, বরেণ্য জাদুশিল্পী মইনুল খান, সজ্জন জাদুশিল্পী উলফাৎ কবীর ও মেন্টালিস্ট এম.এ. জলিল প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উলেস্নখযোগ্য। এ বই লেখার সময় তথ্য উপাত্য সংগ্রহে যে সকল গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, প্রবীর ঘোষ প্রণীত "অলৌকিক নয় লৌকিক, পি. সি. সরকার (জুনিয়র) রচিত 'আমার জীবন ম্যাজিক', বিশিষ্ট সাহিত্যিক অজিত কৃষ্ণ বসু প্রণীত, 'জাদু কাহিনী', বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'জাদুরঙ্গ রঙ্গজাদু এবং Prof Hoffman (Angelo Lewis)- এর লেখা More Magic প্রভৃতি গ্রন্থ।

বলার অপেক্ষা রাখে না ধ্রব এষ এর প্রচ্ছদ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই প্রশংসনীয়। যেহেতু বইটির নাম দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের জাদু ও জাদুশিল্পী সেহেতু প্রচ্ছদটিতে বাংলার ঐতিহ্যবাহী জাদু গুটি-বাটির ছবি কিংবা বেদে-বেদেনীদের হাতে ধরা গুটি ও বাটির কোনো ছবি (হাতে আঁকা) হলে নিঃসন্দেহে আরো আকর্ষণীয় ও যুক্তিসংগত হতো বলে আমি মনে করি। প্রকৃত অর্থে বেদে-বেদেনীরাই যুগ যুগ ধরে বংশানুক্রমে অতি নিপূনতার সাথে বাংলার (তথা ভারত বর্ষে) এই যাদুটি হাটে-মাঠে গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র দেখিয়ে আসছে।

সুনিপুন জাদুশিল্পী শিবেন চক্রবর্তী একজন প্রতিষ্ঠিত ও পেশাদার ডিজাইনার। শিবেন চক্রবর্তী বহু বছর ইউনিভার্স্যল-এ্যাডঃ ফার্মের চীফ ডিজাইনার হিসেবে কাজ করেছেন। বাংলাদেশের অগণন জাদুশিল্পীদের ভিজিটিং কার্ড ফোল্ডার, পোষ্টার, রাইটিং প্যাড-এর ডিজাইনের কাজ করে প্রশংসাধন্য হয়েছেন। বাংলাদেশের প্রায় সকল জাদু সংগঠনের জাদু সম্মেলন, প্রতিযোগিতা আয়োজনের স্যুভেনীর, লিফলেট, সনদপত্র, পোষ্টার তাঁরই উন্নত মস্তিষ্কের ফসল। কোন স্যুভেনীর বা ম্যাজিক বুলেটিনের প্রচ্ছদ মানেই শিবেন চক্রবর্তীর শরণাপন্ন হওয়া। "বাংলাদেশের জাদু ও জাদুশিল্পী" বইটিতে যেহেতু বাংলাদেশের বায়ান্ন জন জাদুশিল্পীর জীবনী সন্নিবেশিত হয়েছে, সেহেতু এই বইটির প্রচ্ছদ যদি জাদুশিল্পী শিবেন চক্রবর্তী করতো এর গুরুত্ব আরো বেড়ে যেতো। আমি মনে করি এসুযোগটি হাতছাড়া করা ঠিক হয়নি।

বইটির সূচীপত্র প্রত্যেক জাদুশিল্পীর নামের পাশে নরকঙ্কালের মাথা ও হাড়ের ছবির পরিবর্তে প্রত্যেকের জীবনী শুরুর প্রথম পৃষ্ঠায় যে তাসের ছবি দেওয়া হয়েছে সেই ছবি দিলে আরো দৃষ্টিনন্দন হতো।

বইটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ভাষা শহীদ আবদুস সালাম এর সঙ্গে "বাংলাদেশের জাদুও জাদুশিল্পী" বইটির প্রণেতা শিকদার আবদুস সালাম ও নোবেল বিজয়ী প্রফেসর আবদুস সালাম-এর তুলনা করা ঠিক হয়নি বলে আমি মনে করি।

বইটিতে যেহেতু বায়ান্নজন জাদুশিল্পীর জীবনী সন্নিবেশ করা হয়েছে সেহেতু কার পর কার নাম যাওয়া উচিত তা বর্ণমালা ক্রমানুসারে হলে ভাল হতো; অথবা প্রয়াতদের পর কয়েকজন সর্বজন স্বীকৃত প্রথম সারির জাদুশিল্পীদের পর বাকিদের নাম বর্ণমালা ক্রমানুসারে হতে পারতো। এ ব্যাপারে টেলিফোনে আলাপকালে শিকদার আবদুস সালামকে আমার সিরিয়ালটি বায়ান্ন ৫২ নম্বরে রাখার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করলে লেখক শিকদার আবদুস সালাম বলেন ঐ সিরিয়ালটি তিনি তার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। বইটির প্রণেতা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সিরিয়ালটি শিকদার আবদুস সালাম সবার নিচে নিয়ে

গিয়ে অনেক বড় মনের পরিচয় দিয়েছেন যা অনুকরণীয়। তাছাড়া সিরিয়ালের মাধ্যমে বাংলাদেশের জাদুশিল্পীদের মান নির্নয় করা হয়েছে বলে আমি মনে করি না।

বইটিতে বহু জাদুশিল্পীদের নাম বাদ পড়ছে। এ প্রসঙ্গে লেখক ভূমিকায় যা লিখেছেন তা তুলে ধরা হলো। লেখক লিখেছেন -

> যাঁদের নাম এই গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হয়নি, জাদুশিল্পী হিসেবে তাঁদের গুরুত্ব যে একেবারেই কম তা কিন্তু নয়। জাদুশিল্পে তাঁদের অবদানকেও অস্বীকার করার জো নেই। প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় এনে একই গ্রন্থে বাংলাদেশের সকল জাদুশিল্পীর জীবন বৃত্তান্ত অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব নয়; যদিও ছোট বড় সকল জাদুশিল্পীর নাম অন্তভূক্তির দাবি রাখে। এ ছাড়াও অনেক সিদ্ধহস্ত বাঙালী জাদুশিল্পী আছেন বৈকি। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার সুযোগ আর সৌভাগ্য এখনো আমার হয়ে ওঠেনি। আমার এই সীমাবদ্ধতার কারণে যথেষ্ট যোগ্য, পারঙ্গম ও দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও অনেকের অন্তর্ভূক্তিই সম্ভব হয়নি, তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি বিনীতভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। আবার অনেকের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করা সত্ত্বেও সাড়া দেননি। তাঁদের অন্তভূক্তি জন্য প্রয়োজনীয় জীবন তথ্য দিয়ে আমাকে আদৌ সহযোগিতা করেন নি। এর দুটো কারণ থাকতে পারে, হয়তো তাঁরা আমার এই একক প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দেন নি অথবা শেষ পর্যন্ত বইটি প্রকাশ করতে পারব বলে বিশ্বাস করতে পারেন নি। সে যেই কারণই হোক না কেন, তাঁদের দায়ভার তো আর আমি নিতে পারি না।

জাদুশিল্পীদের পাঠানো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি যাচাই-বাছাই করার জন্য দেশের জাদুসংগঠন গুলির কয়েকজন জাদু সংগঠকদের নিয়ে একটি কমিটি করলে বইটি আরো অনেক স্বচ্ছ তথ্য সমৃদ্ধ হতো বলে আমি মনে করি। একজন পেশাদার রিভিউয়ার দিয়ে বইটির রিভিউ করালে পাঠক সমাজ আরো ভাল কিছু জানতে পারতেন বলে আমি বিশ্বাস করি। বইটির রিভিউ লিখতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে এর পরিবর্তে সুন্দরবন থেকে একটি জ্যান্ত বাঘ ধরে আনা আমার জন্য সহজ ছিল। বাংলাদশের "জাদু ও জাদুশিল্পী" বইটি নিয়ে জাদুশিল্পীরা কে কি মন্তব্য করেছেন তা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

শিকদার আবদুস সালাম প্রণীত "বাংলাদেশের জাদু ও জাদুশিল্পী" পুস্তকখানি নিয়ে বিস্তর বলার অবকাশ থাকলেও শুধু একটি কথা বলেই আমি শেষ করতে চাই, আর তা হলো তিনি যদি এ বই না লিখতেন, তাহলে পৃথিবীর জাদুসাহিত্য একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ থেকে বঞ্চিত থাকতো।
-বিশ্বনন্দিত জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ

"বাংলাদেশের জাদু ও জাদুশিল্পী" বই সম্পর্কে বলতে হলে প্রথমেই বলতে হয়, এই বই শুধু সাল, তারিখ আর তথ্যের ভারে ভারাকান্ত নয়। লেখকের ভাব ভাবনা অনুভূতিই এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। যা পাঠকদের মনের চাহিদা পূরণ করবে। আর একটি কথা, কেবল জাদুশিল্পীদের কাছেই নয় বইটি সকল শ্রেণীর সকল বয়সের পাঠকদের কাছে সমভাবে সমাদৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস।
-সজ্জন জাদুশিল্পী উলফাৎ কবীর

কবি-সাহিত্যিক, রাজনীতিক, ক্রীড়াবিদ, কাদের জীবনীগ্রন্থ ছাপার অক্ষরে বাজারে না আছে? হাত বাড়ালেই শত শত বছর আগে প্রয়াত মহান ব্যক্তিদের জীবনীগ্রন্থ আমরা পেয়ে থাকি। শুধু পাওয়া যেত

না জাদুশিল্পীদের নিয়ে জীবনীগ্রন্থ। সে অভাবেও শেষ পর্যন্ত পূরণ করলেন শিকদার আবদুস সালাম। তাঁর লেখা 'বাংলাদেশের জাদু ও জাদুশিল্পী' গ্রন্থখানি নিঃসন্দেহে একদিন গুণবিচারী পাঠকদের কাছে মুদ্রণখোদিত মূল্য ছাড়িয়ে অমূল্য হয়ে উঠবে। আর জাদুশিল্পীদের কাছে হয়ে উঠবে একখন্ড হিরার টুকরো। **-বরেণ্য জাদুশিল্পী স্থাপিত মইনুল খান**

"বাংলাদেশের জাদু ও জাদুশিল্পী" গ্রন্থখানী জাদুশিল্পীদের জন্য যেন আঁধার নিশি অবসানের পর পূর্বাকাশের তলপেট চিরে আলো জলমল সূর্যোদয়ের মতো। এ বই প্রকাশের মাধ্যমে দীর্ঘদিন পরে হলেও, বাংলাদেশের শিল্প ও সংস্কৃতির অন্যান্য শাখার পাশাপাশি জাদু অঙ্গনের অলিখিত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় প্রকাশ পেল। বাঙালি জাদুশিল্পীদের বর্ণাঢ্য জীবনালেখ্য আর জাদু জগতের বৈচিত্র্যময় ঘটনা নিয়ে লেখা তাঁর এই প্রয়াস বাংলা সাহিত্যের একটি অপূর্ণতাকে পূর্ণ করল। শিকদার আবদুস সালাম নামের দীপ্তিময় উদিত সূর্য যেন চিরদিন সমুজ্জ্বল থাকে। **-প্রদীপ্ত জাদুশিল্পী জর্জ ডি. ক্রুজ**

শিকদার আবদুস সালাম অত্যন্ত দরদের সঙ্গেই শব্দের পর শব্দ গেঁথে বিনির্মাণ করেছেন বায়ান্ন জন সকল বাঙালি জাদুশিল্পীর জীবনী আর এভাবেই তিনি সৃষ্টি করেছেন অনবদ্য এক উজ্জ্বল ইতিহাস, যে ইতিহাস নিঃসন্দেহে অক্ষয় আর অমর হয়ে থাকবে অনন্তকাল ধরে।
-যশস্বী জাদুশিল্পী এস. ইউ. শিকদার

বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে জাদু সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত হলেও অজানা কোনো কারণে এদেশে এতদিন তা ছিল অবহেলিত আর সেই অবহেলিত বিষয়টির শিরে মর্যাদার তাজ পরিয়েছেন শিকদার আবদুস সালাম। আমার ধারণা হয়তো-বা তিনি নিজেও জানেন না-কী অমূল্য সম্পদ তিনি সৃষ্টি করেছেন জাদুশিল্পীদের জন্যে। **-মেন্টলিস্ট এম. এ. জলিল**

পৃথিবীতে তিনজন 'সালাম' চিরদিন অমর আর অক্ষয় হয়ে থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। একজন ভাষা শহীদ আবদুস সালাম, একজন নোবেল বিজয়ী প্রফেসর আবদুস সালাম আর অপরজন 'বাংলাদেশের জাদু ও জাদুশিল্পী গ্রন্থের প্রণেতা, শিকদার আবদুস সালাম।
-প্রতিতযশা জাদুশিল্পী শাহীন শাহ্

পরিশেষে বলতে চাই ইতিপূর্বে বিশ্বের কোন দেশে ৫২ জন জাদুশিল্পীর জীবনী নিয়ে বাংলা ভাষায় এত তথ্যবহুল বই বের হয়েছে বলে আমার জানা নেই। মেন্টালিষ্ট হিসাবে আমি ভবিষ্যৎ বাণী করছি, জনাব শিকদার আবদুস সালামের অক্লান্ত পরিশ্রমের অমূল্য সম্পদ "বাংলাদেশের জাদু ও জাদুশিল্পী" গ্রন্থটি দেশ-বিদেশে বহু মূল্যবান পুরস্কারে পুরস্কৃত হবে। বাংলাদেশের জাদু ও জাদুশিল্পী গ্রন্থটি রচনার জন্য আমি জাদু শিল্পীদের পক্ষ থেকে লেখক জনাব শিকদার আবদুস সালামের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং যারা বাদ পরেছেন তাদের নিয়ে ২য় খন্ড বের করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি। এ ব্যাপারে আমার সহযোগিতার হাত প্রশস্থ থাকবে - আমি কথা দিচ্ছি।

মতামতের জন্য -
Mohammad.jalil@yahoo.com

এম. এ. জলিল (জাদুশিল্পী)